



সন্মিলিতের বিশ্বদর্পণ

Applied for e-ISSN vide Application No. 76157 Dt. 22/06/2026, UDYAM-WB-11-0097957

প্রথম বর্ষ, তৃতীয় মাস, পঞ্চদশ সংখ্যা, শনিবার, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩, ভাদ্র ২৫, ইংরিজি ২০২৬, সেপ্টেম্বর ১২



## বাংলায় বিনিয়োগে জাপানের আগ্রহ

কলকাতা: বাংলায় বিনিয়োগের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে জাপানের একাধিক সংস্থার প্রতিনিধিরা শীঘ্রই রাজ্যে আসতে পারেন। রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়ের সঙ্গে জাপানের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আয়ানো কুনিমিৎসুর নেতৃত্বাধীন সাত সদস্যের প্রতিনিধিদলের বৈঠকের পর বাংলায় জাপানি বিনিয়োগ নিয়ে নতুন করে আশাবাদ তৈরি হয়েছে। বৈঠকে সেমিকন্ডাক্টর শিল্প, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, শিল্প ও পরিকাঠামো ক্ষেত্রে সম্ভাবনা এবং কলকাতার সঙ্গে জাপানের বিমান যোগাযোগ আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। জানা গিয়েছে, জাপানি সংস্থাগুলি বাংলায় বিনিয়োগের সম্ভাবনা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে আগ্রহী। বিশেষ করে উচ্চপ্রযুক্তি শিল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদনে জাপানের আগ্রহকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। জাপানের অন্যতম বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী মিৎসুবিশি বাংলায় একটি সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন কেন্দ্র গড়ার সম্ভাবনা নিয়ে আগ্রহ দেখিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে রাজ্যে উচ্চপ্রযুক্তি উৎপাদন, দক্ষ কর্মসংস্থান এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পের প্রসারের ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ তৈরি হতে পারে। পাশাপাশি পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিকেও আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব দ্বিতীয় পাতায়

# ভারত ইনোভেটস: বিশ্ব

নয়াদিল্লি: ভারতের গভীর প্রযুক্তি উদ্ভাবনকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে শুরু হয়েছে 'ব্রিকস ভারত ইনোভেটস প্রদর্শনী'। ১৮তম ব্রিকস সম্মেলনের অঙ্গ হিসেবে ১১ ও ১২ সেপ্টেম্বর আয়োজিত এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে ভারতের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে উঠে আসা নতুন প্রযুক্তি, উদ্ভাবন এবং গভীর প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোগগুলিকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরা হচ্ছে। ভারতের ব্রিকস সভাপতিত্বের সময়ে আয়োজিত এই প্রদর্শনীতে ৩৭টি ভারতীয় গভীর প্রযুক্তির নতুন উদ্যোগ ও প্রযুক্তি-ভিত্তিক সংস্থা অংশ নিচ্ছে।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক, বিদেশ মন্ত্রকের সহযোগিতায় এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে ভারতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ১৮তম ব্রিকস সম্মেলন। সম্মেলনের পাশাপাশি এই প্রদর্শনী ভারতের প্রযুক্তিগত সক্ষমতা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারী, শিল্পগোষ্ঠী এবং নীতিনির্ধারকদের সামনে তুলে ধরার গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ তৈরি করেছে।

‘ভারত ইনোভেটস’ কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের একটি জাতীয় কর্মসূচি। উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের উদ্ভাবনকে আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি ভারতের নিজস্ব উদ্ভাবনী পরিকাঠামোকে বিশ্বের বিভিন্ন অংশের শিল্প, বিনিয়োগকারী, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সরকার এবং প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতার কাঠামোয় যুক্ত করাই এই কর্মসূচির লক্ষ্য।

এবারের ব্রিকস ভারত ইনোভেটস প্রদর্শনীতে অংশ নেওয়া ৩৭টি উদ্যোগ ২০২৬ সালে

ফ্রান্সের নিসে অনুষ্ঠিত প্রথম ‘ভারত ইনোভেটস’ প্রদর্শনীতে অংশ নেওয়া মোট ১২০টি উদ্যোগের মধ্য থেকে নির্বাচিত হয়েছে। ভারতের ব্রিকস সভাপতিত্বের মূল ভাবনা—‘সহনশীলতা, উদ্ভাবন, সহযোগিতা



ও স্থায়িত্বের জন্য নির্মাণ’—এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এবারের প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। ১১ সেপ্টেম্বর ব্রিকস ব্যবসায়িক মঞ্চের পাশাপাশি এই প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হওয়ায় অংশগ্রহণকারী ভারতীয় উদ্ভাবকেরা ব্রিকস সদস্য দেশগুলির প্রধান নির্বাহী, বিনিয়োগকারী, ব্যবসায়ী ও শিল্প প্রতিনিধিদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ পাচ্ছেন। এর ফলে প্রযুক্তি অংশীদারিত্ব, বিনিয়োগ, ব্যবসায়িক

সহযোগিতা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের নতুন সম্ভাবনা তৈরি হবে। দেশীয় প্রযুক্তিকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সম্ভাবনায় পরিণত করার ক্ষেত্রেও এই প্রদর্শনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।



প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী এবং ব্রিকস সদস্য দেশগুলির নেতৃবৃন্দ এই প্রদর্শনী পরিদর্শন করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। ব্রিকসের বিভিন্ন দেশের শীর্ষ পর্যায়ের প্রতিনিধি, প্রধান নির্বাহী, বিনিয়োগকারী এবং শিল্প নেতৃত্বও ১১ ও ১২ সেপ্টেম্বর প্রদর্শনীতে উপস্থিত থাকবেন। অংশগ্রহণকারী উদ্যোগগুলির জন্য এই প্রদর্শনী শুধু প্রযুক্তি প্রদর্শনের মঞ্চ নয়, বরং আন্তর্জাতিক স্তরে নিজেদের পরিচিতি ও বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরিরও বড় সুযোগ। ব্রিকস

দেশগুলির শিল্প ও বিনিয়োগ মহলের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ, রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধানদের সামনে নিজেদের প্রযুক্তি তুলে ধরার সুযোগ এবং ব্যবসায়িক বৈঠকের মাধ্যমে দেশীয় উদ্ভাবনকে আন্তর্জাতিক বাজারে নিয়ে যাওয়ার পথ আরও প্রশস্ত হবে। ভারতীয় শিল্প সংগঠন ফিকি, সিআইআই এবং অ্যাসোচ্যাম-এর সহযোগিতায় ব্যবসায়িক বৈঠক ও অংশীদার খোঁজার প্রক্রিয়াও পরিচালিত হচ্ছে।

এর আগে জুন মাসে ফ্রান্সের নিসে অনুষ্ঠিত প্রথম ‘ভারত ইনোভেটস ২০২৬’ প্রদর্শনীতে ভারতের ১২০টি গভীর প্রযুক্তির উদ্যোগ ১৩টি বিষয়ভিত্তিক ক্ষেত্রে নিজেদের উদ্ভাবন তুলে ধরেছিল। আইআইটি, আইআইএসসি, বিআইআরএসি এবং আইডেক্স-সহ ১৫টি প্রতিষ্ঠানও এতে অংশ নিয়েছিল। ২৯টি দেশের ২,০০০-রও বেশি প্রতিনিধি ওই প্রদর্শনীতে অংশ নেন। সেখানে ১,৩৫০টি ব্যবসায়িক বৈঠকের পর ৩০টিরও বেশি সহযোগিতা চুক্তি ও অংশীদারিত্ব তৈরি হয় এবং ভারতীয় উদ্যোগগুলি প্রায় ২৫৪.৫ কোটি মার্কিন ডলারের বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি পায়।

ব্রিকস ভারত ইনোভেটস প্রদর্শনী ভারতের ব্রিকস সভাপতিত্বের শিক্ষা ক্ষেত্রের কর্মসূচির সঙ্গেও সরাসরি যুক্ত। গবেষণা, উদ্ভাবন ও নতুন উদ্যোগের পরিকাঠামো শক্তিশালী করা ভারতের ব্রিকস সভাপতিত্বের পাঁচটি অগ্রাধিকারের অন্যতম। এই লক্ষ্যে আগস্ট মাসে ভুবনেশ্বরে ১৩তম ব্রিকস শিক্ষা মন্ত্রীদের বৈঠক এবং ব্রিকস শিক্ষাবিষয়ক উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষা মন্ত্রীদের বৈঠকে পাঁচটি অগ্রাধিকার ক্ষেত্র নিয়ে দ্বিতীয় পাতায়

## যুদ্ধে এআইয়ের ব্যবহার

কলকাতা: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যে শুধু গবেষণা, ব্যবসা বা দৈনন্দিন কাজের হাতিয়ার নয়, ভবিষ্যতের যুদ্ধক্ষেত্রেও তার ব্যবহার কতটা ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে, তারই একাধিক উদাহরণ সামনে এনেছে মার্কিন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংস্থা অ্যানথ্রপিক। সংস্থার সাম্প্রতিক হুমকি-বিশ্লেষণ রিপোর্টে জানানো হয়েছে, বিভিন্ন দেশের সন্দেহভাজন রাষ্ট্রীয় ও সামরিক-শিল্প সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী ‘ক্লড’ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে সাইবার হামলা, নজরদারি, অস্ত্র উন্নয়ন এবং ইলেকট্রনিক যুদ্ধের জন্য সফটওয়্যার তৈরির চেষ্টা করেছে। অ্যানথ্রপিক জানিয়েছে, শনাক্ত করা এই অপব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত অ্যাকাউন্টগুলি বন্ধ করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য সরকারি ও শিল্পক্ষেত্রের অংশীদারদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে।

রিপোর্টে সবচেয়ে উদ্বেগজনক ঘটনাগুলির একটি হল চিনভিত্তিক এক ব্যক্তির কর্মকাণ্ড। অ্যানথ্রপিকের দাবি, ওই ব্যক্তি ‘ক্লড’-এর চ্যাট, কোডিং এবং স্বয়ংক্রিয় কাজের সক্ষমতা ব্যবহার করে ইলেকট্রনিক যুদ্ধ এবং শত্রুপক্ষের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিষ্ক্রিয় করার উদ্দেশ্যে প্রায় ১৬টি মডিউলের একটি সফটওয়্যার ব্যবস্থা তৈরি করেন। সফটওয়্যারটির প্রায় ১২টি সংস্করণ তৈরি ও পরিমার্জন করা হয়েছিল। এর মধ্যে ছিল শত্রুপক্ষের রাডার শনাক্তকরণ, রাডার জ্যামিংয়ের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ, দুর্বলতা নির্ণয় এবং লক্ষ্যবস্তু নির্বাচন ও অগ্রাধিকার নির্ধারণের ব্যবস্থা।

অ্যানথ্রপিক জানিয়েছে, ওই সফটওয়্যার শত্রুপক্ষের রাডার, ভূমি থেকে আকাশে ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা, কমান্ড পোস্ট এবং যোগাযোগকেন্দ্র বিশ্লেষণ করতে পারত। একই সঙ্গে কোন লক্ষ্যবস্তু আগে নিষ্ক্রিয় করা উচিত, কোনটির দুর্বলতা বেশি এবং একাধিক দিনের অভিযানে কোন লক্ষ্যবস্তুর বিরুদ্ধে কীভাবে জ্যামিং ব্যবস্থা মোতায়ন করা হবে—সেই হিসাবও করার চেষ্টা করা হয়েছিল। সফটওয়্যারটিতে প্যাট্রিয়ট ও টিএইচএডি-র মতো আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সম্ভাব্য কার্যপরিধিও মডেল করা হয়েছিল।

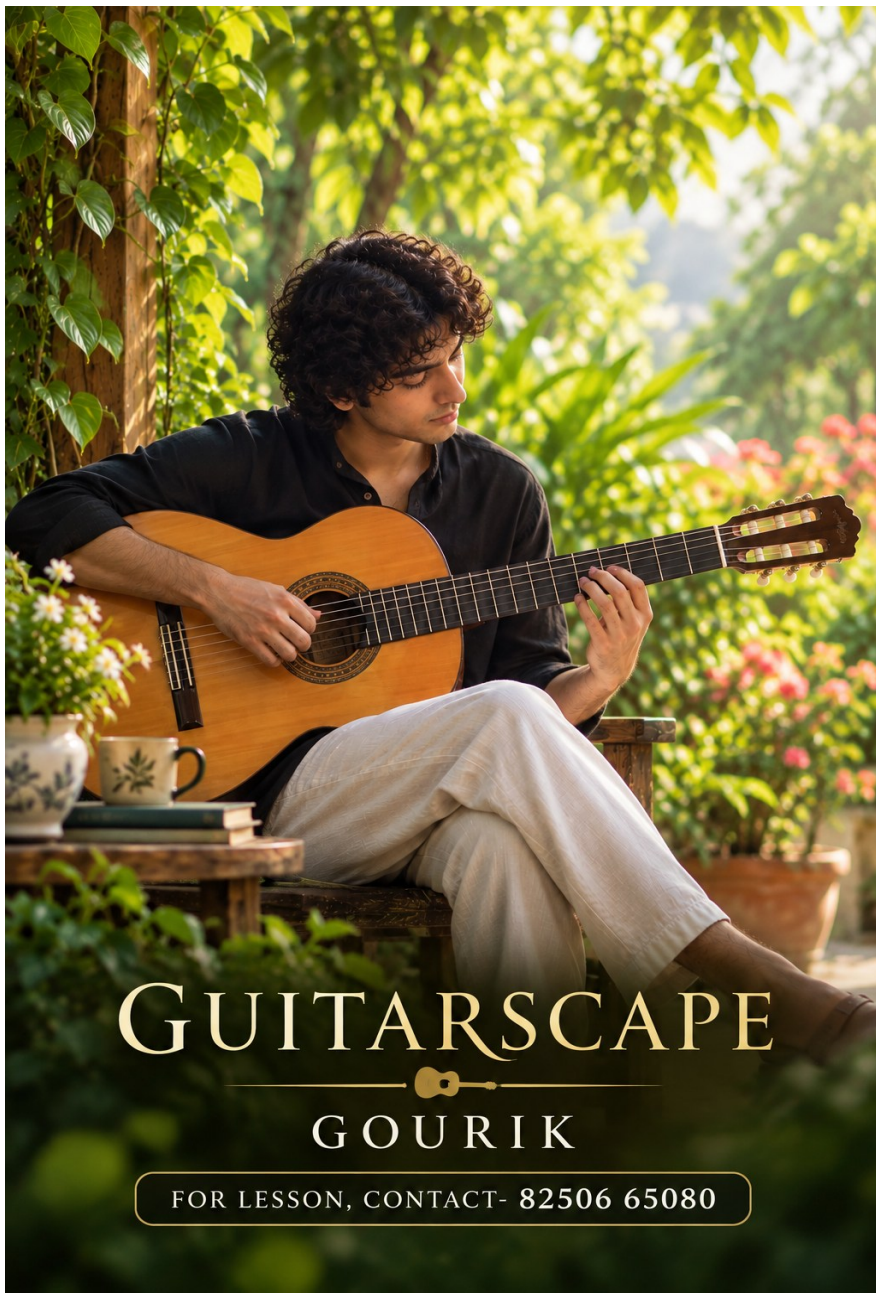
আরও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, পরবর্তী পর্যায়ে ওই গবেষক সিমুলেশনের প্রধান দৃশ্যপট বদলে তাইওয়ানের ১২টি লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করেন। এর মধ্যে ছিল একটি কমান্ড বাহুর, প্রারম্ভিক সতর্কীকরণ রাডার, প্যাট্রিয়ট ও তিয়েন কুং ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা, গুরুত্বপূর্ণ বিমানঘাঁটি এবং আঞ্চলিক সামরিক কমান্ডের সদর দফতর। অ্যানথ্রপিকের তদন্তে ওই ব্যক্তির সঙ্গে চিনের প্রতিরক্ষা ও সামরিক-শিল্প গবেষণা

ক্ষেত্রের যোগসূত্রের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে বলে সংস্থাটি জানিয়েছে। তবে বিষয়টি শুধু ইলেকট্রনিক যুদ্ধেই সীমাবদ্ধ নয়। অ্যানথ্রপিক গত আট মাসে এমন একাধিক ঘটনা শনাক্ত করেছে, যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে ব্যবহার করে প্রচলিত অস্ত্রের উন্নয়নেও সহায়তা নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ক্ষেপণাস্ত্র, সশস্ত্র ড্রোন, বোমা এবং অন্যান্য অস্ত্রের পাশাপাশি সেগুলির লক্ষ্য নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। একটি ক্ষেত্রে ড্রোনের সমন্বিত ঝাঁক পরিচালনার সফটওয়্যার তৈরি করে তার সিমুলেশন পরীক্ষা চালানো হয়েছিল। অন্য একটি ঘটনায় টর্পেডো প্রতিরোধী অস্ত্র ব্যবস্থার নকশা ও প্রযুক্তিগত প্রস্তাব তৈরিতে ‘ক্লড’ ব্যবহার করা হয়।

রিপোর্টে সাইবার যুদ্ধের ক্ষেত্রেও এআই-এর দ্রুত পরিবর্তনশীল ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। অ্যানথ্রপিক জানিয়েছে, বিভিন্ন গোষ্ঠী ‘ক্লড’ ব্যবহার করে দুর্বলতা খোঁজা, সফটওয়্যার বিশ্লেষণ, ক্ষতিকর সফটওয়্যার তৈরি, তথ্য চুরি এবং আক্রমণ পরিচালনার কাজকে অনেক বেশি দ্রুত ও ব্যাপক করে তুলছে। কিছু ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ ভাগ করে নেওয়া একাধিক এআই-সহকারীকে একসঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে আগে যে ধরনের সাইবার অভিযানে বিপুল সংখ্যক দক্ষ কর্মী প্রয়োজন হত, এখন তুলনামূলক কম মানবসম্পদে তার অনেকটাই করা সম্ভব হচ্ছে।

অ্যানথ্রপিকের মতে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অপব্যবহারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে রাষ্ট্রীয় নজরদারি। চীন, ইরান এবং পশ্চিম আফ্রিকার বিভিন্ন রাষ্ট্র-ঘনিষ্ঠ গোষ্ঠী এবং বাণিজ্যিক নজরদারি সংস্থার কার্যকলাপে ‘ক্লড’-এর অপব্যবহার শনাক্ত করা হয়েছে। কোথাও রাজনৈতিক বিরোধী ও মানবাধিকারকর্মীদের নজরদারি, কোথাও মোবাইল ও টেলিযোগাযোগ তথ্য বিশ্লেষণ, আবার কোথাও ব্যক্তির পরিচয় ও অনলাইন কর্মকাণ্ড অনুসরণে এআই ব্যবহার করা হয়েছে।

এই ঘটনাগুলির প্রেক্ষিতে অ্যানথ্রপিকের বক্তব্য, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সক্ষমতা যত বাড়ছে, তার অপব্যবহারের ঝুঁকিও তত বাড়ছে। সংস্থাটি জানিয়েছে, শনাক্ত হওয়া ঘটনাগুলিতে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট নিষ্ক্রিয় করার পাশাপাশি নতুন নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং শনাক্তকরণ প্রযুক্তি তৈরি করা হচ্ছে। অস্ত্র উন্নয়ন ও বিস্তারক-সম্পর্কিত কার্যকলাপ চিহ্নিত ও প্রতিরোধের জন্য নতুন শ্রেণিবিন্যাস ব্যবস্থাও চালু করা হয়েছে।



GUITARSCAPE  
GOURIK

FOR LESSON, CONTACT- 82506 65080



# সম্পাদকীয়

১৯৬৩ সাল। কানপুর। ভারতের মাটিতে তখন কম্পিউটার কার্যত অজানা এক প্রযুক্তি। সেই সময় একটি আইবিএম ১৬২০ বিমানযোগে কানপুরে পৌঁছিল। বিমানবন্দর থেকে সেটিকে আইআইটি কানপুরের ক্যাম্পাসে নিয়ে যেতে হল গোরুর গাড়িতে। যে দেশ আজ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং তথ্যপ্রযুক্তি পরিষেবায় বিশ্বের প্রথম সারির শক্তি হিসেবে নিজের জায়গা তৈরি করেছে, সেই দেশের কম্পিউটার বিপ্লবের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচনা হয়েছিল এমনই এক অবিশ্বাস্য দৃশ্যের মধ্য দিয়ে। তখন কেউ জানত না, ওই যন্ত্রটি শুধু একটি কম্পিউটার নয়। সেটি আসলে ভারতের প্রযুক্তিগত ভবিষ্যতের একটি দরজা। আরও গুরুত্বপূর্ণ হল, সেই দরজাটি খুলতে এগিয়ে এসেছিলেন কয়েকজন দূরদর্শী শিক্ষক। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অধ্যাপক ডি. রাজরামন। কম্পিউটার তখনও ‘কম্পিউটার সায়েন্স’ হয়ে ওঠেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় এর জন্য আলাদা জায়গা তৈরি হয়নি। প্রোগ্রামিংকে অনেকেই মূল প্রকৌশল শিক্ষার কেন্দ্রে রাখার মতো বিষয় বলে মনে করতেন না। কিন্তু রাজরামনদের দৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ ছিল অন্যরকম। ১৯৬৪ সালে আইআইটি কানপুরে প্রোগ্রামিং শিক্ষার সূচনা এবং পরে ১৯৭৮ সালে কম্পিউটার সায়েন্সে বি-টেক চালুর উদ্যোগ ছিল সেই দূরদর্শিতারই প্রকাশ। নতুন বিষয়টির প্রথম ব্যাচে আসন ছিল হাতে গোনা। কিন্তু দেশের মেধাবী ছাত্রদের আগ্রহ খুব দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে দিল—এই নতুন বিষয়টির ভবিষ্যৎ কতটা বড়। জেইই-তে কম্পিউটার সায়েন্সের আসন প্রায় ৪০তম সর্বভারতীয় স্থান পর্যন্ত চলে যাওয়া ছিল সেই সময়ের জন্য একটি বিস্ময়কর বার্তা। যে বিষয়কে অনেকে তখনও সন্দেহের চোখে দেখছিলেন, দেশের সেরা মেধার একটি বড় অংশ সেটিকেই বেছে নিতে চাইছিল। এরপর ইতিহাস আরও নাটকীয় হয়ে ওঠে। সেই প্রাথমিক ব্যাচের

একজন ছাত্র ছিলেন রাজীব মোটওয়ানি। পরবর্তী সময়ে তিনি স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন এবং তরুণ ল্যারি পেজ ও সাগেই ব্রিনের মতো ছাত্রদের গবেষণায় পরামর্শ দেন। তাঁরা পরে গুগল তৈরি করেন। অর্থাৎ কানপুরে যে শিক্ষাবিপ্লবের ছোট্ট বীজ রোপিত হয়েছিল, তার প্রভাব কয়েক দশক পরে সিলিকন ভ্যালি পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এখানেই এই গল্পের আসল শক্তি। ভারতের প্রযুক্তি বিপ্লব কোনও একদিনে ঘটেনি। কোনও একটি সরকারি ঘোষণা দিয়েও ঘটেনি। এর পেছনে ছিল প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, শিক্ষকদের দূরদৃষ্টি, ছাত্রদের মেধা এবং পরবর্তী সময়ে উদ্যোক্তাদের সাহস। কিন্তু এই সমস্ত কিছুই শুরুতে প্রয়োজন ছিল একটি বিশ্বাস—কম্পিউটার কেবল একটি যন্ত্র নয়; এটি ভবিষ্যৎ নির্মাণের একটি ভাষা। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সেই বিশ্বাসের গুরুত্ব আরও স্পষ্ট। যে পৃথিবীতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং প্রশাসনের চরিত্র বদলে দিচ্ছে, সেখানে প্রযুক্তিতে নেতৃত্ব মানে শুধু সফটওয়্যার রপ্তানি নয়। প্রযুক্তির জ্ঞান, গবেষণা, উদ্ভাবন এবং নিজস্ব প্রযুক্তি তৈরির ক্ষমতাই এখন জাতীয় শক্তির অন্যতম প্রধান ভিত্তি। সম্পদ কম থাকতেই পারে। প্রযুক্তি নতুন হতে পারে। পরিকাঠামো দুর্বল হতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দূরদৃষ্টি থাকলে একটি দেশ তার সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে পারে। এই পরিবর্তন তাই আশ্চর্যের কারণ নয়; বরং আরও বড় দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়। ১৯৬৩ সালে খাঁরা একটি নতুন প্রযুক্তির সম্ভাবনা দেখাতে পেয়েছিলেন, তাঁদের কাছে আজকের ভারত কল্পনারও অতীত ছিল। তাই ভারতের পরবর্তী প্রযুক্তি বিপ্লবের জন্যও প্রয়োজন সেই একই সাহস—প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্ন করার সাহস, নতুন জ্ঞানকে গ্রহণ করার সাহস ও ভবিষ্যৎকে বর্তমানের সীমাবদ্ধতা দিয়ে বিচার না করার সাহস।

## মোদি, পুতিন ও পেজেশকিয়ানের বৈঠক

**নয়াদিল্লি:** নয়াদিল্লিতে ১৮তম ব্রিকস সম্মেলনের ফাঁকে ইরানের প্রেসিডেন্ট ড. মাসউদ পেজেশকিয়ান এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে পৃথক বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দুই বৈঠকেই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অগ্রগতি, ব্রিকসে সহযোগিতা এবং পশ্চিম এশিয়া-সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। সংঘাতের স্থায়ী সমাধানের জন্য সংলাপ ও কূটনীতিকেই একমাত্র পথ হিসেবে ভারতের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী। ইরানের প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ানের সঙ্গে বৈঠকে দুই নেতা ভারত-ইরান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করেন। ঢ্যালেক্সিং পরিস্থিতির মধ্যেও ব্রিকসের বিভিন্ন বৈঠকে ইরানের নিয়মিত ও উচ্চপর্যায়ের অংশগ্রহণের জন্য প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, বিশ্বের দক্ষিণাংশের দেশগুলির মধ্যে সহনশীলতা, উদ্ভাবন, সহযোগিতা ও স্থায়িত্বের মানসিকতা গড়ে তুলতে ব্রিকস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। ব্রিকস ব্যবসায়িক মঞ্চের নেতৃবৃন্দের অধিবেশনে প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ানের অংশগ্রহণের জন্যও তাঁকে ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী। দুই নেতা পশ্চিম এশিয়ার সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়েও মতবিনিময় করেন। পশ্চিম এশিয়ার দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য সব পক্ষকে ধারাবাহিকভাবে উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন প্রধানমন্ত্রী। একই সঙ্গে নৌ চলাচল ও বাণিজ্যের স্বাধীনতা এবং সমুদ্রপথে কর্মরত নাবিকদের নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। ভারত সব ধরনের সমস্যা সংলাপ ও কূটনীতির মাধ্যমে সমাধানের পক্ষে—এই অবস্থানও স্পষ্ট করেন প্রধানমন্ত্রী। বহুপাক্ষিক সংগঠনগুলিতে, বিশেষত ব্রিকসে, ভারত ও ইরানের পারস্পরিক সহযোগিতারও প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী। ভারতের সভাপতিত্বে ২০২৬ সালের ব্রিকস কার্যক্রমে দুই দেশের মধ্যে এই সহযোগিতা আরও জোরদার হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে দুই নেতা ভারত-রাশিয়া সম্পর্কের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রতিরক্ষা, জ্বালানি, মহাকাশ, দক্ষতা উন্নয়ন ও দুই দেশের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ—বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হয়। ভারতে প্রথমবার আয়োজিত ‘ইনোপ্রম ইন্ডিয়া’ শিল্প প্রদর্শনী নিয়েও দুই নেতা আলোচনা করেন। ৯ থেকে ১১ সেপ্টেম্বর আয়োজিত এই প্রদর্শনী ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে বাণিজ্য ও শিল্প সহযোগিতা আরও সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে তাঁরা মত প্রকাশ করেন। প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট পুতিন দু’জনেই প্রদর্শনীটি পরিদর্শন করেন এবং অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। বহুপাক্ষিক ক্ষেত্রে ভারত-রাশিয়া সহযোগিতা, বিশেষত ২০২৬ সালে ভারতের সভাপতিত্বে ব্রিকসের কার্যক্রম নিয়েও দুই নেতা মতবিনিময় করেন। পাশাপাশি পশ্চিম এশিয়া এবং কৃষ্ণসাগরীয় অঞ্চলের সংঘাত-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন তাঁরা। এই সংঘাতগুলি সামুদ্রিক বাণিজ্য এবং ভারতীয় নাবিকদের নিরাপত্তার ওপর যে প্রভাব ফেলছে, তা নিয়েও আলোচনা হয়। এ ক্ষেত্রেও প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করে দেন, সংঘাতের সমাধানের পথ সংলাপ ও কূটনীতি। শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় ভারত প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে প্রস্তুত বলেও জানান তিনি। দুই নেতা ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে বিশেষ ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখার বিষয়ে সম্মত হন। ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যেও এই অংশীদারিত্ব যে যথেষ্ট স্থিতিস্থাপকতা দেখিয়েছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে চলেছে, তা বৈঠকে তুলে ধরা হয়। বৈঠকের শেষে প্রধানমন্ত্রীকে রাশিয়া সফরের আমন্ত্রণ জানান প্রেসিডেন্ট পুতিন। রাশিয়ায় অনুষ্ঠিতব্য ২৪তম ভারত-রাশিয়া বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী।

# প্রশান্তে কমছে ক্লোরোফিল

## দ্বৈপায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

**কলকাতা:** পৃথিবীর জলবায়ু ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক ঘটনা এল নিনো—সাইদার্ন অসিলেশন বা ইএনএসও-র পরিবর্তিত প্রভাবের ইঙ্গিত মিলেছে প্রশান্ত মহাসাগরের জৈবিক ও ভৌত বৈশিষ্ট্যে। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা বা ইসরোর ইওএস-০৬ (ওশ্যানস্যাট-৩) উপগ্রহের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, ২০২৬ সালের জুন মাসে নিরক্ষীয় মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরের নিনো -৩.৪ অঞ্চলে ক্লোরোফিল-এ-এর পরিমাণে উল্লেখযোগ্য হ্রাস দেখা গিয়েছে। একই সময়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের বায়ুপ্রবাহের ধরনেও পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলেছে। ইসরোর ন্যাশনাল রিমোট সেন্সিং সেন্টার বা এনআরএসসি-র অধীন ন্যাশনাল ইনফরমেশন সিস্টেম ফর ক্লাইমেট অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট স্টাডিজ বা নাইসেস প্ল্যাটফর্মে এই পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ প্রকাশ করা হয়েছে। ইএনএসও-র উষ্ণ পর্যায়কে এল নিনো এবং শীতল পর্যায়কে লা নিনা বলা হয়। নিরক্ষীয় প্রশান্ত মহাসাগরের সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ এবং সমুদ্রের জলসঞ্চালনের পরিবর্তনের সঙ্গে এই দুই পরিস্থিতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এর প্রভাব প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের বৃষ্টিপাত, খরা-বন্যা, চরম আবহাওয়া, কৃষি এবং সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রেও পড়তে পারে। এল নিনোর ক্ষেত্রে সমুদ্রের গভীর স্তর থেকে ঠান্ডা ও পুষ্টিসমৃদ্ধ জল উপরে উঠে আসার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া—আপওয়ায়েলিং বা উর্ধ্বগামী জলপ্রবাহ—দুর্বল হয়ে যেতে পারে। এর ফলে সমুদ্রের উপরিভাগে পুষ্টি সরবরাহ কমে যায় এবং ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনের উৎপাদনশীলতাও হ্রাস পেতে পারে। ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনের মধ্যে থাকা ক্লোরোফিল-এ-এর পরিমাণ তাই সমুদ্রের জৈবিক উৎপাদনশীলতার একটি গুরুত্বপূর্ণ

সূচক। নাইসেস-এর বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে, নিনো-৩.৪ অঞ্চলে ক্লোরোফিল-এ-এর উল্লেখযোগ্য হ্রাস এল নিনোর সূচনাপর্বের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে। বিপরীতে লা নিনা পরিস্থিতিতে শক্তিশালী আপওয়ায়েলিং-এর কারণে ক্লোরোফিল-এ-এর পরিমাণ বাড়তে পারে। ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রার পাশাপাশি এই জৈবিক পরিবর্তনও ইএনএসও পরিস্থিতি বোঝার একটি গুরুত্বপূর্ণ অতিরিক্ত সূচক হয়ে উঠতে পারে। এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে কারণ প্রচলিত এল নিনো পর্যবেক্ষণে সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা-ভিত্তিক ওশেনিক নিনো ইনডেক্স বা ওএনআই অন্যতম প্রধান সূচক। নাইসেস-এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী, কিছু ক্ষেত্রে নিনো-৩.৪ অঞ্চলের ক্লোরোফিল-এ-এর পরিবর্তন ওএনআই-এর পরিবর্তনের আগেই দেখা গিয়েছে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে ক্লোরোফিল-এ এল নিনোর সম্ভাব্য আগাম সংকেত হিসেবেও কাজে লাগতে পারে। এই সম্ভাবনা যাচাই করতে ২০০৩ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত উপগ্রহ থেকে সংগৃহীত ক্লোরোফিল-এ-এর তথ্য এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রাভিত্তিক ইএনএসও সূচক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ২০০৪-০৫, ২০০৬-০৭, ২০১৫-১৬, ২০১৯-২০ এবং ২০২৩-২৪ সালের এল নিনো ঘটনাগুলির ক্ষেত্রেও ক্লোরোফিল-এ-এর পরিবর্তনের সঙ্গে ইএনএসও পরিস্থিতির সম্পর্ক খতিয়ে দেখা হয়েছে। কিছু ঘটনায় জৈবিক পরিবর্তন প্রচলিত তাপমাত্রাভিত্তিক সূচকের আগেই ধরা পড়েছিল। ২০২৬ সালের বর্তমান পরিস্থিতি তাই আগের পর্যবেক্ষণগুলির সঙ্গে তুলনা করে দেখা হচ্ছে। জুন মাসে ক্লোরোফিল-এ হ্রাসের পাশাপাশি সমুদ্রপৃষ্ঠের বায়ুপ্রবাহে পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়ায় বিজ্ঞানীরা ইএনএসও-র সামগ্রিক বিবর্তন সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহের সুযোগ পাচ্ছেন। তবে এক মাসের তথ্যের

ভিত্তিতে এল নিনোর চূড়ান্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব নয়। দীর্ঘমেয়াদি পর্যবেক্ষণ এবং বিভিন্ন সমুদ্রবৈজ্ঞানিক তথ্যের সমন্বিত বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এখানেই ইওএস-০৬-এর উপগ্রহভিত্তিক পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব। পৃথিবীর বিশাল সমুদ্রাঞ্চলে নিয়মিত সরাসরি তথ্য সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন। উপগ্রহের মাধ্যমে একই অঞ্চলের পরিবর্তন ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হওয়ায় এল নিনো ও লা নিনার মতো বৃহৎ জলবায়ুগত ঘটনা বিশ্লেষণে নতুন তথ্যভাণ্ডার তৈরি হচ্ছে। নাইসেস-এর ইএনএসও পর্যবেক্ষণে নিরক্ষীয় মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরের বিস্তৃত অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকাশিত মেটাডেটা অনুযায়ী, বিশ্লেষণের পরিসর ১৩.৫ ডিগ্রি পূর্ব থেকে ৭.৫ ডিগ্রি পশ্চিম দ্রাঘিমাংশ এবং ২০ ডিগ্রি দক্ষিণ থেকে ২০ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত। তথ্যের স্থানিক রেজোলিউশন ৪ কিলোমিটার × ৪ কিলোমিটার। ক্লোরোফিল-এ-এর পরিবর্তনের গুরুত্ব শুধু এল নিনো শনাক্তকরণে সীমাবদ্ধ নয়। ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন গবেষণার পাশাপাশি কৃষি, জলসম্পদ, সামুদ্রিক পরিবেশ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ। সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ ও ক্লোরোফিল-এ-এর মতো ভৌত ও জৈবিক সূচককে একসঙ্গে বিশ্লেষণ করা গেলে পরিস্থিতির পরিবর্তন আরও আগে শনাক্ত করার সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। ২০২৬ সালের পরবর্তী পর্যবেক্ষণগুলি সেই সম্ভাবনাকে আরও স্পষ্ট করবে।

## জাপানের আগ্রহ

*প্রথম পাতার বাকি অংশ*

দেওয়া হয়েছে। জাপানি সংস্থাগুলির পক্ষ থেকে বাংলার বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থায় শৌরশক্তি ও অন্যান্য পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির অংশ আরও বাড়ানোর বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে। শিল্পায়নের সঙ্গে পরিচ্ছন্ন শক্তির ব্যবহার বাড়ানো গেলে একদিকে যেমন জ্বালানি নিরাপত্তা শক্তিশালী হবে, অন্যদিকে পরিবেশবান্ধব শিল্প পরিকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও রাজ্য এগিয়ে যেতে পারবে। বৈঠকে কলকাতা ও জাপানের মধ্যে বিমান যোগাযোগের বিষয়টিও গুরুত্ব পেয়েছে। দুই দেশের মধ্যে সরাসরি ও উন্নত বিমান যোগাযোগ বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং পর্যটনের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। জাপানি বিনিয়োগকারীদের নিয়মিত যাতায়াত সহজ হলে বাংলায় বিনিয়োগের পরিবেশ আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে বলে মনে করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি, জাপানে নিযুক্ত ভারতীয় কূটনৈতিক মহলের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে বাংলার বিনিয়োগ সম্ভাবনাকে আরও সামনে আনার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। দিল্লিতে ভারতের কর্মরত জাপানি সংস্থাগুলির প্রধান কার্যনির্বাহীদের সঙ্গে জাপানের রাষ্ট্রদূতের বৈঠকে বাংলার প্রতিনিধিত্ব রাখার বিষয়েও রাজ্যের পক্ষ থেকে আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে রাজ্যের শিল্প সম্ভাবনা সরাসরি জাপানের বড় সংস্থাগুলির সামনে তুলে ধরার সুযোগ তৈরি হতে পারে। ভারত ও জাপানের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কও আগামী দিনে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলকে পৌঁছতে চলেছে। ২০২৭ সালে দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ৭৫ বছর পূর্ণ হবে।

## ইনোভেটস

*প্রথম পাতার বাকি অংশ*

ঘোষণা গৃহীত হয়। এর মধ্যে রয়েছে শৈশবকালীন পরিচর্যা ও শিক্ষা, প্রাথমিক সাক্ষরতা ও সংখ্যাগ্ঞান, দক্ষতা উন্নয়ন ও কারিগরি-বৃত্তিমূলক শিক্ষা, গবেষণা-উদ্ভাবন ও নতুন উদ্যোগের পরিকাঠামো, যোগ্যতার পারস্পরিক স্বীকৃতি এবং শিক্ষা নেতৃত্ব ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে সক্ষমতা বৃদ্ধি। ভারত ইনোভেটসের মাধ্যমে বিশ্বজনীন বার্তায় ভারত নিজের সক্ষমতাকেই তুলে ধরতে চাইছে।

## ৯/১১ নিহতদের স্মরণ

**নয়াদিল্লি:** ৯/১১ সন্ত্রাসী হামলার ২৫তম বার্ষিকীতে ভয়াবহ ওই হামলায় নিহতদের স্মরণ ও শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। হামলায় যাঁদের জীবন চিরতরে বদলে গিয়েছিল, তাঁদের পরিবারগুলির প্রতিও সংহতি প্রকাশ করেন তিনি। একই সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের অটল অবস্থান ও লড়াইয়ের সংকল্প পুনর্ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সন্ত্রাসের হুমকির ধরন বদলালেও সব ধরনের ও সব প্রকাশের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের বিরোধিতা ও প্রতিরোধের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সন্ত্রাসবাদ সারা বিশ্বে অগণিত মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। সীমান্তপারের সন্ত্রাসবাদের শিকার দেশ হিসেবে ভারত কয়েক দশক ধরে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতের অভিজ্ঞতা ও অবস্থান তাই কেবল নীতিগত নয়, দীর্ঘ বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেও গড়ে উঠেছে। এদিন প্রধানমন্ত্রী ২০১৪ সালে তাঁর ৯/১১ স্মৃতিসৌধ ও জাদুঘর পরিদর্শনের কিছু ৯/১১ হামলার ২৫ বছর পরেও নিহতদের স্মৃতি এবং তাঁদের পরিবারের যন্ত্রণা বিশ্ববাসীর মনে অম্লান। এই ভয়াবহ হামলার

শিকার পরিবারগুলির প্রতি সংহতি জানিয়ে তিনি বিশ্বের সমস্ত দেশ ও সন্ত্রাসবিরোধী উদ্যোগের পাশে থাকার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, সন্ত্রাসবাদ কোনও একটি দেশ বা অঞ্চলের সমস্যা নয়। এর ভয়াবহতা সীমান্ত অতিক্রম করে গোটা বিশ্বের মানুষের নিরাপত্তা, শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি তৈরি করে। তাই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক স্তরে ঐক্যবদ্ধ ও ধারাবাহিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা জরুরি। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের দীর্ঘ লড়াইয়ের প্রসঙ্গ তুলে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সীমান্তপারের সন্ত্রাসের প্রত্যক্ষ শিকার হিসেবে ভারত বহু দশক ধরে এই বিপদের মোকাবিলা করে আসছে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতের অভিজ্ঞতা ও অবস্থান তাই কেবল নীতিগত নয়, দীর্ঘ বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেও গড়ে উঠেছে।

এদিন প্রধানমন্ত্রী ২০১৪ সালে তাঁর ৯/১১ স্মৃতিসৌধ ও জাদুঘর পরিদর্শনের কিছু ৯/১১ হামলার ২৫ বছর পরেও নিহতদের স্মৃতি এবং তাঁদের পরিবারের যন্ত্রণা বিশ্ববাসীর মনে অম্লান। এই ভয়াবহ হামলার



বোঝা যখন চাপবে মাথায়...